

## গোত্র কি? স্বগোত্রে বিবাহ করা কেন উচিত নয়?

কাশ্যপ গোত্র, মৌদগল্য গোত্র, ভরদ্বাজ গোত্র, বশিষ্ঠ গোত্র, বৃহস্পতি গোত্র,  
বিশ্বামিত্র গোত্র, জামদংশ গোত্র, শিব গোত্র, ভার্গব গোত্র, শাঙ্কিল্য গোত্র,  
ব্যাসঝষি গোত্র, আলম্ব্যায়ন গোত্র, ধনবৰ্তরি গোত্র, পরাশর গোত্র, সাবর্ণ গোত্র,  
অতি গোত্র, অগস্ত্য গোত্র, কাত্যায়নী গোত্র, গৌতম গোত্র, ঘৃতকৌশিক গোত্র,  
নাগঝষি গোত্র, চান্দ্রায়ণ গোত্র, বাষ্পঝষি গোত্র, হোবি ঝষি গোত্র, আলিমান  
গোত্র, বাতস্য গোত্র, বৃক্ষি গোত্র, কৌশল্য গোত্র, শুনক গোত্র, কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র,  
জাতুকর্ণ গোত্র, কাষ্ঠ গোত্র, আত্রেয় গোত্র, কুশিক গোত্র, আঙ্গিরস গোত্র, গগ  
গোত্র, বিষ্ণু গোত্র, শক্তি গোত্র

গোত্র শব্দের অর্থ কুল বা বংশ

গোত্র শব্দের অর্থ কুল বা বংশ। সনাতন ধর্মে গোত্র মানে একই পতিার ঔরসজাত  
সন্তান-সন্ততি দ্বারা সৃষ্টি বংশ পরম্পরাগো-শব্দের উৎপত্তি হয়েছে গম-ধাতু  
থকে যার অর্থ- গতি আর ‘ত্র’ উত্পত্তি হয়েছে ত্র-ধাতু থকে, মানে হলো  
ত্রাণ করা। তাই গোত্র মানে দাঁড়ায় বংশের ধারা বা গতিযাঁর মাধ্যমে রক্ষিত হয়।  
সহে স্মরনীয় পতি পুরুষ। তনিই গোত্র পতিঃ। সনাতন ধর্মের বশেষিট্ট্য হলো, এ  
ধর্মের বংশ রক্ষার ধারায় ঝৰণিগ সম্পর্ক ছিলো। এই এককেজন ঝৰণি বংশ  
পরম্পরা তাদের নামে এক একটি গোত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

পূজা, যজ্ঞ কিংবা বিবাহ যকেনো মাঙ্গলকি অনুষ্ঠানেই গোত্রের নাম জিজ্ঞাসে  
করা হলে নামটা অবলীলায় মুখ থকে নরিগত হলেও তা কবেল নামসর্বস্বই। এর  
বাইরে গোত্র সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই জানা। পারবিারকি পরম্পরায় শুধু নামটি হি  
প্রবাহিত হয়ে আসছে, কিন্তু এর উৎস সম্বন্ধে অধিকাংশই অজ্ঞ।

কীভাবে আমাদের নামের সাথে এই গোত্রটি যুক্ত হয়ে গলে? এর নথে কী?  
গোত্র সম্পর্কে জানতে হলে এই ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির সূচনালগ্ন থকে এর ইতিহাস  
জানতে হবে। ভগবানরে নরিদশে ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য শুরু করলেন। ব্রহ্মা সনক,  
সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামে চারজন মহর্ষিকে সৃষ্টি করলেন সৃষ্টি  
বস্তারে লক্ষ্যে। তাদের সৃষ্টি করা হলেও ভগবান বাসুদবেরে প্রতিভক্তপিরায়ণ  
হয়ে মোক্ষ লাভ করলে মোক্ষনষ্ঠ কুমাররো সৃষ্টি বস্তারে কাজ করার অনচিছা  
প্রকাশ করলেন।

ব্রহ্মা যখন দখেলনে যতে, মহাবীর্যবান ঝৰদিরে উপস্থিতিসত্ত্বে সৃষ্টির বস্তার  
তথা মনুষ্যকুল পর্যাপ্ত পরমিণ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে না, তখন তনিই গভীরভাবে চন্তা  
করতে লাগলেন কীভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। তনিই চন্তা করলেন, নজিরে দহে  
থকে এভাবে সৃষ্টি না করলে, নারী-পুরুষের মাধ্যমে সংসার সৃষ্টি হোক। তখন তাঁরা

ଦହେ ଥକେଟେ ପ୍ରାନ ପରେଛେଲି ଆଦି ମାନବ ପତିଆ ମାତାର, ତା'ରା ହଲନେ ମନୁ ଓ ଶତରୂପା। ମନୁ ତା'ର ଜୟେଷ୍ଠ୍ୟ କନ୍ୟା ଆକୁତକିଟେ ରୁଚିନାମକ ଋଷକିଟେ ଦାନ କରନେ ଏବଂ କନଷିଠା କନ୍ୟା ପ୍ରସୁତକିଟେ ଦେକ୍ଷରେ ନକିଟ ଦାନ କରନେ। ତା'ଦରେ ଦ୍ଵାରାଇ ସମଗ୍ର ଜଗଃ ଜନମଃଖ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅଛେ। ବ୍ରହ୍ମା ଥକେଟେ ସୃଷ୍ଟ ଋଷଦିରେ ଥକେଇ ବଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୁଅଛେ। ଗୋତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତିବଦି ବୌଧାୟନ (ଖ୍ରୀସ୍ଟପୂର୍ବ ୮୦୦ ଶତକ) ଏର ମତ ନମିନରୂପ-

ବଶ୍ଵାମତିରାଜୋ ଜମଦଗ୍ନଭିରଦ୍ବାଜତୋତ୍ଥ ଗୋତମଃ ।

ଅତ୍ରବିଶ୍ଵିଷ୍ଟଃ କଶ୍ୟପ ଇତ୍ୟତେ ସପ୍ତଋଷୟ ।

ସପ୍ତାନାଂ ଋଷନିମଗ୍ନ୍ୟାସ୍ଟମାନାଂ ସଦପତ୍ୟଃ ତଦଗୋତ୍ରମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍, ବଶ୍ଵାମତିର, ଜମଦଗ୍ନି, ଭରଦ୍ବାଜ, ଗୋତମ, ଅତ୍ରର, ବଶ୍ଵିଷ୍ଟ, ଓ କଶ୍ୟପ ଏହି ସାତଜନ ମୁନର ପୁତ୍ର ଓ ପୌତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଅପତ୍ୟଗଣରେ ମଧ୍ୟେ ସନିତି ଋଷି ହୁଏଥାର ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିଛେ, ତା'ର ନାମରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକଳରେ ଗୋତ୍ର ।

ବୌଧାୟନସୂତ୍ରରେ ବଶ୍ଵାମତିର, ଜମଦଗ୍ନି, ଭରଦ୍ବାଜ, ଗୋତମ, ଅତ୍ରର, ବଶ୍ଵିଷ୍ଟ ଓ କଶ୍ୟପ ଏହି ସାତଜନ ଋଷିଟି ଆଦିଗୋତ୍ରକାର ବଳେ ନରିଦୟିଟ ଆଛନେ । ସାତଜନ ଋଷି ଥକେ ପ୍ରବାହତି ଗୋତ୍ର ବ୍ୟତତି ଆରଓ କଛୁ ଗୋତ୍ରରେ ନାମଓ ଶବ୍ଦାନ୍ତ ଯାଏ । ତବେ ଏର କାରଣ ହଚ୍ଛି ଏକଇ ଗୋତ୍ରଦ୍ଵୁତ କବୋନାଟେ ପ୍ରସଦିଧ ବ୍ୟକ୍ତର ନାମ ଅନୁସାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବୋନାଟେ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଦିଧ ବ୍ୟକ୍ତର ନାମରେ ଗୋତ୍ର ପରଚିଯ ହୁଏ ଥାକି । ଏହିରୂପ ଆରଓ କଛୁ ଗୋତ୍ର ଆଛି ସମେନ ଶାଂତିଲିଙ୍ଗ, ଅଗ୍ନିମତ୍, କାତ୍ଯାୟନ, ବାଞ୍ଚିମତ୍, ସାରବନ, କଟୋଶକି, ମଈଦଗଲିଙ୍ଗ, ଆଲମ୍ୟାନ, ପରାଶର, ଅତ୍ରର, ରାହତି, ବ୍ରହ୍ମପତି, ଗର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ।

ପ୍ରାୟଇ ଶବ୍ଦାନ୍ତ ଯାଏ, ଏକଇ ଗୋତ୍ରରେ କନେ ବବିହ କରା ଯାଏନା? ଜନେତେ ନଯେବୀ ଯାକ ଏକଷତେରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୀ ବଳା ହୁଅଛେ?

ଏକଟି ବଂଶରେ ରକ୍ତ ଧାରାବାହକିଭାବେ ପ୍ରଭାବତି ହୁଏ ପୁରୁଷ ପରମପରାଯ । ବଦୈକି ଯୁଗ ଥକେଇ ଏକଇ ଗୋତ୍ରରେ ବବିହରେ ନଷ୍ଟିଧେ ଆଛାଇନା ସମଗୋତ୍ର ମାନରେ ବର ଓ କନରେ କବୋନାଟେ ନା କବୋନାଟେ ପତିପୁରୁଷ ଏକଇ ପତିଆ ଥକେ ଏସହେତେ । ରକ୍ତଧାରୀ ଯହେତୁ ପୁରୁଷ ପରମପରାଯ ପ୍ରବାହତି ହୁଏ ସୁତରାଂ ବଂଶରେ ରକ୍ତରେ ଧାରକ ବାହକ ହଚ୍ଛି ପୁରୁଷ । ଏଜନ୍ୟ ଏକଇ ବଂଶରେ ଛଲେଟେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟେ ବବିହ ବନ୍ଧନ ହତୋ ନା । କାରଣ ହସିବେ ବଦୈକି ଶାସ୍ତ୍ରରସମୂହ ବଶିଷେ କରି ମନୁସଂହତିାୟ ବଳା ହଚ୍ଛି, ଏକଇ ରକ୍ତରେ ସମ୍ପର୍କରେ କାରାଟେ ସାଥେ ବବିହ ହଲେ ସନ୍ତାନ ବକିଳାଙ୍ଗ, ଶାରୀରକି ବା ମାନସକି ପ୍ରତିବିନ୍ଦୀ, ମଧ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୁଏ । ଶଶ୍ବୁ ନାନା ରାଗେ ଜ୍ଞାନିର୍ଗ ହୁଏ ଥାକାଟେ । ତବେ ଏକାନ୍ତରେ ପ୍ରଯୋଜନ ହଲେ ସମେନ ପାତ୍ର-ପାତ୍ରୀ ନା ପାଓଯାଇ ଗଲେ ୧୪ ପୁରୁଷ ପରେଯିଟେ ଗଲେଟେ ତଥନ ବବିହ କରା ଯାତେ ପାରାଟେ । ତବେ ତା ଯଥାସମ୍ଭବ ଏଡ଼ିଫିରେ ଚଲଲାଇ ଭାଲାଟେ ।

ମନୁସଂହତିାୟ (ମନୁସଂହତି ୩/୫-୬) ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଳା ହୁଅଛେ—

ଅସପନ୍ିଡା ଚ ଯା ମାତୁରମଗୋତ୍ରା ଚ ଯା ପତିୁଃ ।

ସା ପ୍ରଶସ୍ତା ଦ୍ଵଜାତୀନାଂ ଦାରକରମଣି ମଈଥୁନାମେ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଯତେ ନାରୀ ମାତାର ସପନ୍ିଡା ନା ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତପୁରୁଷ ପରିଯନ୍ତ ମାତାମହାଦୀ ବଂଶଜାତ ନା ହୁଏ ଓ ମାତାମହରେ ଚତୁରଦଶ ପୁରୁଷ ପରିଯନ୍ତ ସଗୋତ୍ରା ନା ହୁଏ । ଏବଂ ପତିଆ

সগোত্রা বা সপনিংড্যান না হয়, অর্থাৎ পতিস্বসাদবি সন্তান সম্ভব সম্বন্ধ না হয়। এমন স্ত্রী-ই দ্বিজাতদিরে বিবাহের ঘোগ্য বলতে জানব।

বদৈকি শাস্ত্রের এই সদিধান্ত আধুনিকি বজ্ঞানকিগণও স্বীকার করছন। তারা বলছন, নকিটাত্মীয়দের মধ্যে বয়িরে পরগিমতে যে সন্তান হয়, তার মধ্যে জন্মগত ত্বরিত দখো দয়ার ঝুকি অনকে বশে। ”দ্য ল্যানসটে” সাময়কীতে প্রকাশিত এক গবেষণা নথিতে বজ্ঞানীরা এ তথ্য জানিয়েছেন।

গোত্র = আত্মকি DNA এটা কোনো উপনাম নয়। এটা বলতে আপনি কোন ঋষির মানসকি শক্তির ধারক। আপনি সহে চনিংতা, কম্পন ও চতেনার উত্তরসূরি রক্তে নয়, জ্ঞানে বাঁধা সম্পর্ক। গোত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা অন্য জাতকিতে বোঝায় না। এটা জাতরি আগই ছলি জ্ঞানের ভিত্তিতে গঠিত পরচিষ্য। ঋষিরা তাঁদের শিষ্যদের গোত্র দত্তনে শক্ষা ও আত্মকি যোগসূত্রের মাধ্যমে। কনে এক গোত্রে বয়িতে মানা? কারণ গোত্র ছলি একধরনের জনেটিক সুরক্ষা ব্যবস্থা। একই গোত্রে বিবাহ মানে ভাইবোনের মতো জনিতে মশিরণ ফলতে সন্তান বিকলাঙ্গ বা দুর্বল হতে পারে। আমরা আজ যা জনেটিক্স বলতে জানি ভারতবর্ষ তা হাজার বছর আগে জানত। আপনার চনিংতা, অভ্যাস, পছন্দ সব কছুতে গোত্রের প্রভাব থাকে। ভৌতিকি নয়। এটা আপনার চতেনার সূত্র। আপনার গোত্র = ঠকি সাধনা ঠকি দশা ঠকি বিবাহ ঠকি আত্ম-জ্ঞান গোত্র রীতি নয়। এটা এক পৰতির আত্মকি পুনর্জন্ম। আপনার গোত্র = আত্মার পাসওয়ার্ড রাম-সীতাও গোত্র মলিয়ে বয়িতে করছেন রাম: ইক্ষবাকু বংশ, বশিষ্ঠ গোত্র সীতা: মথিলির কন্ধা, কশ্যপ গোত্র এটাই সনাতনের সূক্ষ্মতা। আত্মার বজ্ঞানকি সুরক্ষা। আপনার গোত্র জানুন। বুঝুন। সম্মান করুন। এটা অতীত নয়। এটাই আপনার আত্মার পরচিষ্য। আপনার গোত্রের আসল শক্তি জাননে?

এটা কুসংস্কার নয়। এটা আপনার আত্মার প্রাচীন কোড।

আর আপনি যদি এটা ভুলতে যান আপনি নজিকেই হারাচ্ছনে।